সমকাল

তারিখ 29 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পাঠ্যক্রমে পর্যটন উপেক্ষিত নেই দিকনির্দেশনা

■ কামরান সিদ্দিকী

অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পর্যটন খাত এখনও উপেক্ষিত। এ খাতের বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর ৪৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও পর্যটনশিল্প নিয়ে এ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নেই। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ খাতটি পরিচালিত হলেও এর অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো নয়! সার্বিকভাবে বলা চলে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পর্যটনশিল্প নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা না থাকায় এ খাতটি এ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামে স্বতন্ত্র দুটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা এ শিল্পের বিকাশে কাজ করলেও তাদের কর্মকাণ্ড লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে। এমন ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের। অনেকে মনে করেন, যথার্থ উদ্যোগ নিলে অদূর ভবিষ্যতে পর্যটনশিল্প তৈরি পোশাক খাতের মতো আরেকটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারবে। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

সম্ভাবনা থাকলেও পরিকল্পনার অভাব

তৃণমূল পর্যায়ে পর্যটনবান্ধব পরিবেশের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যটন এখনও অবহেলিত। আধুনিক পর্যটনশিল্পের বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে এ খাতে ন্যূনতম কর্মসংস্থান সৃষ্টির রূপরেখা নেই সরকারি বা বেসরকারি পর্যায় থেকে। পর্যটন বিষয়ে বিভিন্ন কোর্সে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং স্নাতক ডিগ্রিধারীরা নানা প্রতিবন্ধকতা থাকায় উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছেন না। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠ্যক্রমে পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ খাতের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জরুরি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

শিক্ষায় উপেক্ষিত পর্যটন : পর্যটনের উন্নয়নে পাঠ্যক্রমে পর্যটনের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পাঠ্যক্রমে পর্যটন উপেক্ষিত

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিষয়ে মৌলিক ধারণা না থাকায় তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি হচ্ছে না। ফলে বিকশিত হতে পারছে না 'গ্রামীণ পর্যটন' ও 'গণমুখী পর্যটনের' মতো সম্ভাবনাময় ধারণা। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমকালকে বলেন, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পাঠ্যক্রমে যোগ করার কথা শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। এজন্য 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি' নামে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি কোর্স চালু করা আছে। এ কোর্সটি মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ান এমন একজন শিক্ষক হলেন চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা খুরশিদ হামিদা। এ প্রসঙ্গে তিনি সমকালকে বলেন, কোর্সটিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রত্নস্থাপনা সম্পর্কে পাঠ্যক্রম রয়েছে। তবে পরিকল্পিতভাবে পর্যটনসম্পর্কিত ধারণা এতে উপস্থাপিত হয়নি। পাক্ষিক বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম সমকালকে বলেন, পর্যটন খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা অপরিহার্য। পর্যটনমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই দিতে হবে।

ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) সভাপতি অধ্যাপক আকবরউদ্দিন আহমেদ বলেন, পর্যটন ও অতিথি সেবা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দিতে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে এ-সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে পর্যটন বর্ষে এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দেখা যেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এ শিল্পে পর্যটন গ্রাজুয়েটদের অনুপস্থিতি : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়। দেশের ১৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম বিষয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদি ডিপ্লোমা ও খণ্ডকালীন কোর্স করার ব্যবস্থা রয়েছে ৭টি বেসরকারি ইনস্টিটিউটে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ট্যুরিজম বিষয়ে পড়ালেখা করেও গ্রাজুয়েটেরা সংশ্লিষ্ট চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন না। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট নেওয়ার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর কর্তা ব্যক্তিদের অনাগ্রহ ও প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাবই এর নেপথ্য কারণ। আবার উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রাজুয়েটেরা অন্যান্য চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অনেক বড় বড় হোটেলের কর্তাব্যক্তিরা ট্যুরিজম বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আসা গ্রাজুয়েটদের চাকরি দিতে আগ্রহী হন না। অতি নিম্ন পদ থেকে হোটেল ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠ এসব কর্তাব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ দিতে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তাদের স্থলে নিয়োগ পান অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা। যাদের পর্যটন বিষয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই। এতে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ছেন প্রকৃত গ্রাজুয়েটরা। ফলে অনেকে পর্যটন নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও সংকট : পর্যটন খাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ 'ট্যুরিস্ট গাইড'। কিন্তু দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নেই প্রশিক্ষিত উপযুক্ত গাইড। এ জন্য পর্যটকদের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে পর্যটন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান সমকালকে বলেন, এ দেশে 'ট্যুরিস্ট গাইড' এখনও ক্যারিয়ার হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। এ জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটেরা এতে আগ্রহী হচ্ছেন না। তবে 'পর্যটক গাইড'কে যদি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রেডিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে এ পেশায় গ্রাজুয়েটেরা যোগ দিতে উৎসাহী হবেন। এ প্রসঙ্গে টোয়াব সভাপতি অধ্যাপক ড. আকবরউদ্দিন আহমেদ বলেন, গাইডদের জন্য কোনো লাইসেন্সের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। এ সুযোগে যে কেউ গাইড হিসেবে কাজে নেমে পড়ছেন। এতে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ট্যুরিস্ট গাইড লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নিলে চলমান বিশৃঙ্খলা দূর হবে। প্রকৃত গ্রাজুয়েটেরা চাকরির সুযোগ পাবেন।

উত্তরণের উপায় : পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোকে পর্যটন উপযোগী করে, গড়ে তুলে সংরক্ষণের জন্য একজন করে জেলা পর্যটন কর্মকর্তা নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জেলা স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মকর্তার আদলে এ নিয়োগে একদিকে যেমন পর্যটন গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে রাজস্ব আয়ও বাড়বে। বিসিএস পর্যায়ে 'পর্যটন ক্যাডার' করা যায় কি-না সে বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে পর্যটনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার লোকবল সংকট রয়েছে। এজন্য শুরু থেকে পর্যটন ক্যাডার (পররাষ্ট্র ক্যাডারের আদলে) নিয়োগ দিতে হবে, যাদের মাধ্যমে পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি পর্যটনবান্ধব নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পর্যটন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান না হওয়ার বিষয়ে পর্যটন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম সমকালকে বলেন, যারা পাস করে বের হচ্ছেন তাদের প্রায়োগিক জ্ঞানের সংকট রয়েছে। এ জন্য তাদের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দিতে হবে। গ্রাজুয়েটদের ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানে দক্ষতা অর্জনও জরুরি। একই রকম অভিমত টোয়াব সভাপতি অধ্যাপক আকবরউদ্দিন আহমদের। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত প্রায়োগিক জ্ঞান (প্র্যাকটিক্যাল নলেজ) থাকলে গ্রাজুয়েটদের চাকরির অসুবিধা হবে না। যারা বিভিন্ন হোটেল-মোটেলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা চাইলেও পর্যটন গ্রাজুয়েটদের চাকরি থেকে দূরে রাখতে পারবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের গ্রাজুয়েটেরা চাকরি পাচ্ছেন না এটা ঠিক নয়। বরং এত বেশি চাকরি যে চাহিদানুযায়ী প্রার্থী নেই। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা পরিবারের চাপ। সন্তানরা হোটেল-মোটেলে চাকরি করুক, এটা বেশিরভাগ মা-বাবা চান না। এখানে যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, এটা তাদের জানা নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায়োগিক কাজের সুযোগ কম থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি। ট্যুরিজম বিভাগে একটি হোটেল-রেস্তোরাঁ থাকা উচিত যেগুলো হবে লাভজনক। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম রয়েছে বলে তিনি জানান।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এ প্রসঙ্গে সমকালকে বলেন, পাঠ্যপুস্তকে দেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে পড়ানো যেতে পারে। এতে নতুন প্রজন্ম বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে, একইসঙ্গে সেসব স্থান দেখার আগ্রহও তৈরি হবে। তবে পর্যটন পড়ালেখা করিয়ে শেখানোর বিষয় নয়। পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের পর্যটন খাত যত সম্প্রসারিত হবে কর্মসংস্থানও তত বাড়বে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।